

বন অধিদপ্তর

www.bforest.gov.bd

১ পরিচিতি

ব্রিটিশ শাসন আমলে ১৮৬২ সালে বন বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির আগে বাংলাদেশের বনাঞ্চল, বেঙ্গল অব আসাম বন বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণে ছিল। এ বিভাগ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮৯ সালে এ অধিদপ্তরকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

১.২ উদ্দেশ্য

- পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা।
- বন, জীব-বৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি, প্রটোকল এর বিধি বিধান অনুসরণ ও বাস্তবায়ন।
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।
- জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ।
- ইকো-ট্যুরিজম সম্প্রসারণ।
- উপকূলীয় এবং জলজ জীব-বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন।
- কার্বন Sequestration এবং কার্বন Trading।
- জলবায়ু স্থিতিস্থাপক বনায়ন, নতুন বন সৃজন, বনজ সম্পদ আহরণ ও সরবরাহ।
- ভূমি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষা।
- প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
- বন ও সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ।
- অভয়ারণ্য, ন্যাশনাল পার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ইকো-পার্ক, সাফারী পার্কসহ সকল প্রটেক্টেড এরিয়ার সূষ্ঠা ব্যবস্থাপনা।

১.৩ প্রধান কার্যাবলী

- বনজ সম্পদের সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ।
- বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা।
- জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ।
- কাঠ উৎপাদন ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষা।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা।
- ইকো-ট্যুরিজম সম্প্রসারণ।
- দেশের প্রাকৃতিক ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
- সামাজিক বনায়ন এর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন।
- বনজদ্রব্য বিক্রয় এবং বিক্রিত বনজ দ্রব্যের চলাচল নিয়ন্ত্রণ।
- বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন মহাল ইজারা প্রদান।
- বনজ সম্পদের পারমিট প্রদান।
- সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ইকোট্যুরিজম এবং পর্যটনের অনুমতি প্রদান।
- বেসরকারী উদ্যোগে বন্যপ্রাণীর খামার স্থাপন এবং CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) পারমিট প্রদান।
- শিল্প প্রতিষ্ঠানে বনজ সম্পদ সরবরাহ।
- সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গবেষণার অনুমতি প্রদান এবং ডকুমেন্টারী ফিল্ম তৈরি।

১.৪: বন অধিদপ্তরের জনবল:

অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বন অধিদপ্তরের মোট জনবল ১০২২৪ জন, কর্মরত জনবল ৭৭৩৩ জন এবং শূন্যপদ ২৪৯১ টি।

সারণি ৩.১ : বন অধিদপ্তরের জনবল।

জনবল	শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্য পদ
স্থায়ী জনবল	প্রথম শ্রেণি	২৯৫	১৬৫	১৩০
	দ্বিতীয় শ্রেণি	৪২৪	১৮২	২৪২
	তৃতীয় শ্রেণি	৫৩৩৫	৩৯৩৫	১৪০০
	চতুর্থ শ্রেণি	৪০৫৪	৩৩৩৯	৭১৫
	মোট স্থায়ী জনবল:	১০১০৮	৭৬২১	২৪৮৭
আউটসোর্সিং জনবল	তৃতীয় শ্রেণি	২	২	০
	চতুর্থ শ্রেণি	১১৪	১১০	৪
	মোট আউট সোর্সিং জনবল:	১১৬	১১২	৪
সর্বমোট জনবল:		১০২২৪	৭৭৩৩	২৪৯১

২. বাংলাদেশের বন:

বাংলাদেশের আয়তন এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচ শত সত্তর (১,৪৭,৫৭০) বর্গ কি.মি. এবং বনভূমির পরিমাণ প্রায় ছাব্বিশ লক্ষ (২৬,০০,০০০) হেক্টর। দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৭.৬২% বনভূমি। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ষোলো লক্ষ (১৬,০০,০০০) হেক্টর যা দেশের আয়তনের প্রায় ১০.৮৪%। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর তারতম্যের কারণে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বনাঞ্চল রয়েছে। যেমন- পাহাড়ী বন, প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, সৃজিত উপকূলীয় বন, শাল বন, জলাভূমির বন ইত্যাদি। বর্তমানে দেশের মোট আয়তনের মোট ১৩.২৮% এলাকা বৃক্ষাচ্ছাদিত। বনভূমি ছাড়াও দেশের গ্রাম এলাকায় প্রচুর গাছপালা রয়েছে।

ক্রমিক নং	বনভূমির ধরন	বনভূমির পরিমাণ (হাজার হেক্টরে)
১	পাহাড়ী বন (Hill Forest)	১৩৭৭.০০
২	প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন (Natural Mangrove Forest)	৬১০.০০
৩	সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন (Planted Mangrove Forest)	২০০.০০
৪	শাল বন (Sal Forest)	১২০.০০
৫	জলাভূমির বন (Swamp Forest)	২৩.০০
৬	গ্রামীণ বন (Village Forest)	৭৭৪.০০
	মোট বনাঞ্চল	৩১০৪.০০

বিভিন্ন রকমের বনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেয়া হলো :

পাহাড়ী বন (The Hill forest) :

চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জের পাহাড়ী এলাকায় এ বন অবস্থিত। গর্জন, চাপালিশ, ঢাকিজাম, সিভিট, সেগুন, গামার, চম্পা, জারুল, সোনালু প্রভৃতি গাছ এ বনে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের বনাঞ্চলের প্রায় ৩০%পাহাড়ী বন। প্রতি বছর পাহাড়ী বনের খালি জায়গাতে নতুন করে বনায়ন করা হয়।



চিত্র-১.পাহাড়ী বন

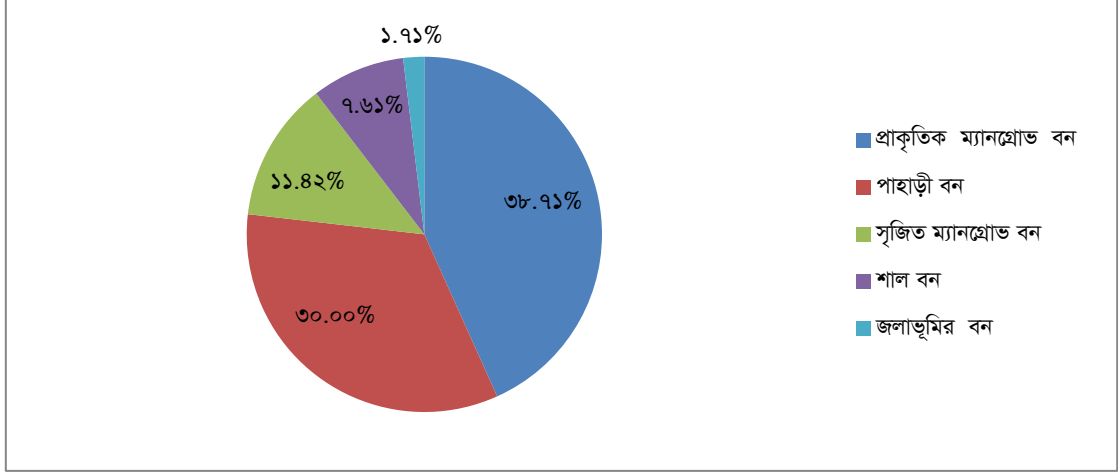
প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন (Natural Mangrove Forest) :

সুন্দরবন আমাদের প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়। ৬ লক্ষ ১০ হাজার হেক্টর জুড়ে বিস্তৃত এ বনের আয়তন বন এলাকার প্রায় ৩৮.৭১%। সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, পশুর, বাইন, গরান এ বনের প্রধান গাছ। প্রতিদিন ২ বার জোয়ার-ভাটায় এ বন প্লাবিত হয় তাই এ বনের ইকোসিস্টেম অন্য বনের চেয়ে ভিন্ন।



চিত্র-২. সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বন।

এ বনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত প্রধান প্রধান নদীগুলো হলো- পশুর, শিবসা, বেলেশ্বর, রায়মংগল ইত্যাদি। তাছাড়া শত শত খাল এ বনের মধ্যে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। এ বনের দক্ষিণে আছে বঙ্গোপসাগর। শুধু বৃক্ষসম্পদ নয়, এ বন মৎস্য সম্পদেরও আধার বটে। এ সুন্দরবন খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত। বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার এ বনেই বাস করে।



চিত্র-৩. বনভূমির পরিমানের পাই চার্ট

সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন (Planted Mangrove Forest) :

দেশের উপকূলীয় জেলাসমূহ যেমন- নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার প্রভৃতি জেলার চর, দ্বীপ ও নতুন জেগে উঠা ভূমিতে ১৯৬৫ সাল থেকে এ বন সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার হেক্টর ভূমিতে বনায়ন করা হয়েছে যা মোট বন এলাকার প্রায় ১১.৮২%। এ ধরনের বনায়নের মূল প্রজাতি হলো গেওয়া ও বাইন। প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনের মত এ বন জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হয়। এ বন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা হতে উপকূলীয় এলাকার জান-মাল রক্ষা করে।

শাল বন (Sal Forest) :

এ বন মূলতঃ গাজীপুর, টাংগাইল, ময়মনসিংহ শেরপুর জেলায় অবস্থিত। তাছাড়া দেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর, রংপুর, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় অল্প কিছু বন রয়েছে।

এ বন ভূমির আয়তন ১ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর যা মোট বনভূমির প্রায় ৯.৬১%। এ বনের মূল প্রজাতি শাল যা অনেকেই গজারী বলে জানেন। শুষ্ক মৌসুমে (ফেব্রুয়ারী-মার্চ) শাল গাছের পাতা ঝরে যায় বলে একে পত্র ঝরা বনও বলা হয়। এ বনের খালি ও ক্ষয়িষ্ণু স্থানে অন্য প্রজাতি রোপন করে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বাগান সৃজন করা হয়ে থাকে।



চিত্র-৪. শাল বন

জলাভূমির বন (Swamp Forest) :

সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার প্রায় ২৭ হাজার হেক্টর এলাকার হাওড় ও বিল জুড়ে এ বন বিস্তৃত যা মোট বনভূমির প্রায় ১.৭১%।



চিত্র-৫. রাতারগুল জলাভূমির বন

বছরের প্রায় অর্ধেক সময় এ বনের গাছ পানিতে আংশিক ডুবে থাকে। এ বনের প্রধান বৃক্ষ প্রজাতিসমূহ- হিজল, করচ, পিটালী, বরুন ইত্যাদি। এ সকল গাছ মাছের আবাসস্থলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাতারগুল, টাঙুয়ার হাওড় প্রভৃতি জলাভূমির বন উল্লেখযোগ্য।

৩. রক্ষিত এলাকা (Protected Area) (জাতীয় উদ্যান ও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য) :

ক্রমিক নং	সংরক্ষিত এলাকার নাম	অবস্থান	এলাকার পরিমাণ (হেক্টর)
১	ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান	গাজীপুর	৫০২২.২৯
২	মধুপুর জাতীয় উদ্যান	টাংগাইল এবং ময়মনসিংহ	৮৪৩৬.১৩
৩	রামসাগর জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	২৭.৭৫

৪	হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান	কক্সবাজার	১৭২৯.০০
৫	লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যান	মৌলভীবাজার	১২৫০.০০
৬	কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান	পার্বত্য চট্টগ্রাম	৫৪৬৪.৭৮
৭	নিঝুমদ্বীপ জাতীয় উদ্যান	নোয়াখালী	১৬৩৫২.২৩
৮	মেধাকম্পিয়া জাতীয় উদ্যান	কক্সবাজার	৩৯৫.৯২
৯	সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান	হবিগঞ্জ	২৪২.৯১
১০	খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান	সিলেট	৬৭৮.৮০
১১	বারইয়াঢালা জাতীয় উদ্যান	চট্টগ্রাম	২৯৩৩.৬১
১২	কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান	পটুয়াখালী	১৬১৩.০০
১৩	নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	৫১৭.৬১
১৪	সিংড়া জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	৩০৫.৬৯
১৫	কাদিগর জাতীয় উদ্যান	ময়মনসিংহ	৩৪৪.১৩
১৬	আলতাদিঘী জাতীয় উদ্যান	নওগাঁ	২৬৪.১২
১৭	বিরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	১৬৮.৫৬
	Sub Total (National Park)		৪৫৭৪৬.৫৩
১	রেমা কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	হবিগঞ্জ	১৭৯৫.৫৪
২	চর কুকরি মুকরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	ভোলা	৪০.০০
৩	সুন্দরবন ইষ্ট বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	১২২৯২০.৯০
৪	সুন্দরবন ওয়েস্ট বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	সাতক্ষীরা	১১৯৭১৮.৮৮
৫	সুন্দরবন সাউথ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	খুলনা	৭৫৩১০.৩০
৬	পাবনাখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	পার্বত্য চট্টগ্রাম	৪২০৬৯.৩৭
৭	চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম	৭৭৬৩.৯৭
৮	ফাসিয়াখালি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	কক্সবাজার	১৩০২.৪২
৯	দুধপুকুরিয়া-ধোপাছরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম	৪৭১৬.৫৭
১০	হাজারিখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম	১১৭৭.৫৩
১১	সাপু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বান্দরবন	২৩৩১.৯৮
১২	টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	কক্সবাজার	১১৬১৪.৫৮
১৩	টেন্ডাগিри বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বরগুনা	৪০৪৮.৫৮
১৪	দুধমুখি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	১৭০.০০
১৫	চান্দপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	৫৬০.০০
১৬	চাংমারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	৩৪০.০০
১৭	সোনারচর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	পটুয়াখালী	২০২৬.৪৮
১৮	নাজিরগঞ্জ ডলফিন অভয়ারণ্য	পাবনা	১৪৬.০০
১৯	শিলন্দা নাগডেমড়া ডলফিন অভয়ারণ্য	পাবনা	২৪.১৭
২০	নগরবাড়ি-মোহনগঞ্জ ডলফিন অভয়ারণ্য	পাবনা	৪০৮.১১
২১	সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া	দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর	১৭৩৮০০.০০
	SubTotal (Wildlife Sanctuary)		৫৭২২৮৫.৩৮
	Total Area (NP+WS)		৬১৮০৩১.৯১
১	রাতারগুল বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা	সিলেট	২০৪.২৫

২	আলতাঙ্গীষ বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা	নওগাঁ	১৭.৩৪
	সর্বমোট (জাতীয় উদ্যান+বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য+বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা)		৬১৮২৫৩.৫০
	দেশের মোট আয়তন		১৪৭৫০০০.০০
	রক্ষিত বন এলাকা		৪.১৯%

৪. সাফারী পার্ক (Safari Park) :

বরিল ও বলিষ্ঠপ্রায় এবং মহাবপিদাপন্ন বন্যপ্রাণীদের সাফারী পার্কে ভিতরে (ex-situ) এবং বাহিরে মূল আবাসস্থলে (in-situ) সংরক্ষণ, প্রজনন, বংশবৃদ্ধি; আহত বপিন্ন বন্যপ্রাণীদের চিকিৎসা সর্বোদান; জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ইকোট্যুরজিম উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিশেষে ও বন মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত ০২ (দুই) টি সাফারী পার্ক প্রতিষ্ঠা করে। মোট আয়তন ২২৯০ হেক্টর। এ দুটো সাফারী পার্কে দেশী-বদেশী বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস ও বচিরণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে যা পার্ক পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় স্থান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

সাফারী পার্কের তালিকা

ক্রমিক নং	সাফারী পার্ক	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)
১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক	ডুলহাজরা, কক্সবাজার	৯০০.০০
২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক	গাজীপুর	১৩৯০.০০
মোট			২২৯০.০০

৫. ইকোপার্ক (Eco-Park) :

উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক প্রাকৃতিক (ecological) আবাসস্থল ও নয়নাভিরাম দৃশ্য সম্বলিত এলাকা যেখানে পর্যটকদের চিত্তবিনোদনের সুযোগ-সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা করা হয়।

ইকো-পার্কের তালিকা

ক্র: নং	ইকো পার্ক	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)
১	সীতাকুন্ড ইকো-পার্ক	সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।	৮০৮.০০
২	মধুটিলা ইকো-পার্ক	নালিতাবাড়ী, শেরপুর।	১০০.০০
৩	মাধবকুন্ড ইকো-পার্ক	বড়লেখা, মৌলভীবাজার।	২৬৬.০০
৪	বাঁশখালী ইকো-পার্ক	বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।	১২০০.০০

৫	কুয়াকাটা ইকো-পার্ক	কলাপাড়া, পটুয়াখালী ।	৫৬৬১.০০
৬	টিলাগড় ইকো-পার্ক	সিলেট।	৪৫.৩৪
৭	বড়শীজোড়া ইকো-পার্ক	মৌলভীবাজার।	৩২৬.০৭
৮	যমুনা সেতু পশ্চিম পাড় ইকো-পার্ক	বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিমপাড় বাঁধ, পাবনা ।	৫০.০২
৯	পিরোজপুর রিভারভিউ ইকো-পার্ক	পিরোজপুর।	২.৫৪
১০	শেখ রাসেল এভিয়ারী এন্ড ইকো পার্ক	রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম।	২১০.০০
মোট			৮৬৬৮.৯৭

৬. শকুনের নিরাপদ এলাকা (Vulture Safe Zone Area) :

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ এর ধারা ২০ (১) এর ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শকুনের নিরাপদ এলাকা-১ এবং শকুনের নিরাপদ এলাকা-২ মহাবিপন্ন বাংলা শকুনের সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘোষণা করা হয়।

শকুনের নিরাপদ এলাকার তালিকা

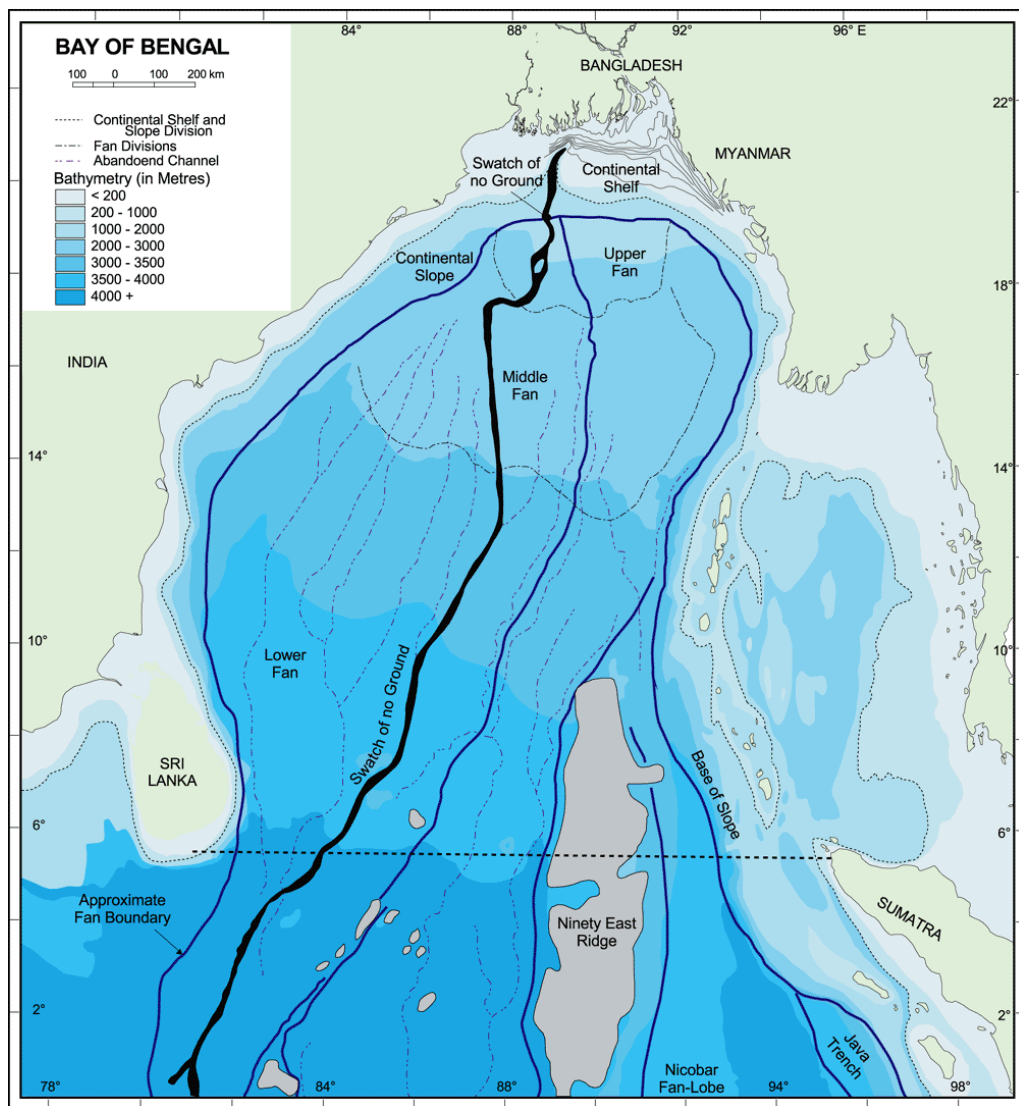
ক্র: নং	নাম	অবস্থান	আয়তন(বর্গ কি:মি:)
১	শকুনের নিরাপদ এলাকা-১	সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, নরসিংদী, কুমিল্লা ও খাগড়াছড়ি।	১৯,৬৬৩.১৮
২	শকুনের নিরাপদ এলাকা-২	ফরিদপুর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, মাদারিপুর, যশোর, গোপালগঞ্জ, (টুঙ্গীপাড়া ব্যতীত), নড়াইল, শরিয়তপুর, বরিশাল, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর, (ভান্ডারিয়া ব্যতীত), ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও বরগুনা।	২৭,৭১৭.২৬
মোট			৪৭৩৮০.৪৪

৭. সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া (Swatch of No Ground Marine Protected Area):

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ এর ধারা ২০ (১) এর ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া এর ১৭৩৮.০০ বর্গ কিলোমিটার অংশকে পাঁচ প্রজাতির বিপন্ন সামুদ্রিক ডলফিন (ইরাবতী ডলফিন, গোলাপি ডলফিন, বোতলনাক ডলফিন, চিত্রা ডলফিন, ঘুনি ডলফিন), পাখনাহীন শুশুক, কয়েক প্রজাতির তিমি, ফিন তিমি, কুঁজো তিমি, কমন স্পার্ম তিমি, খাটো স্পার্ম তিমি, ঘাতক তিমি, চন্মঘাতক তিমি ইত্যাদি এবং হাঙ্গর (হাতুরী হাঙ্গর, বাঘা হাঙ্গর, বিলাই হাঙ্গর, মইচিয়া হাঙ্গর, কানি হাঙ্গর, চোখা হাঙ্গর, কালা হাঙ্গর, নীল হাঙ্গর, খুড়ি হাঙ্গর, ফোরি হাঙ্গর, করাতি হাঙ্গর)-এর সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ গেজেটের প্রকাশের তারিখ হইতে সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

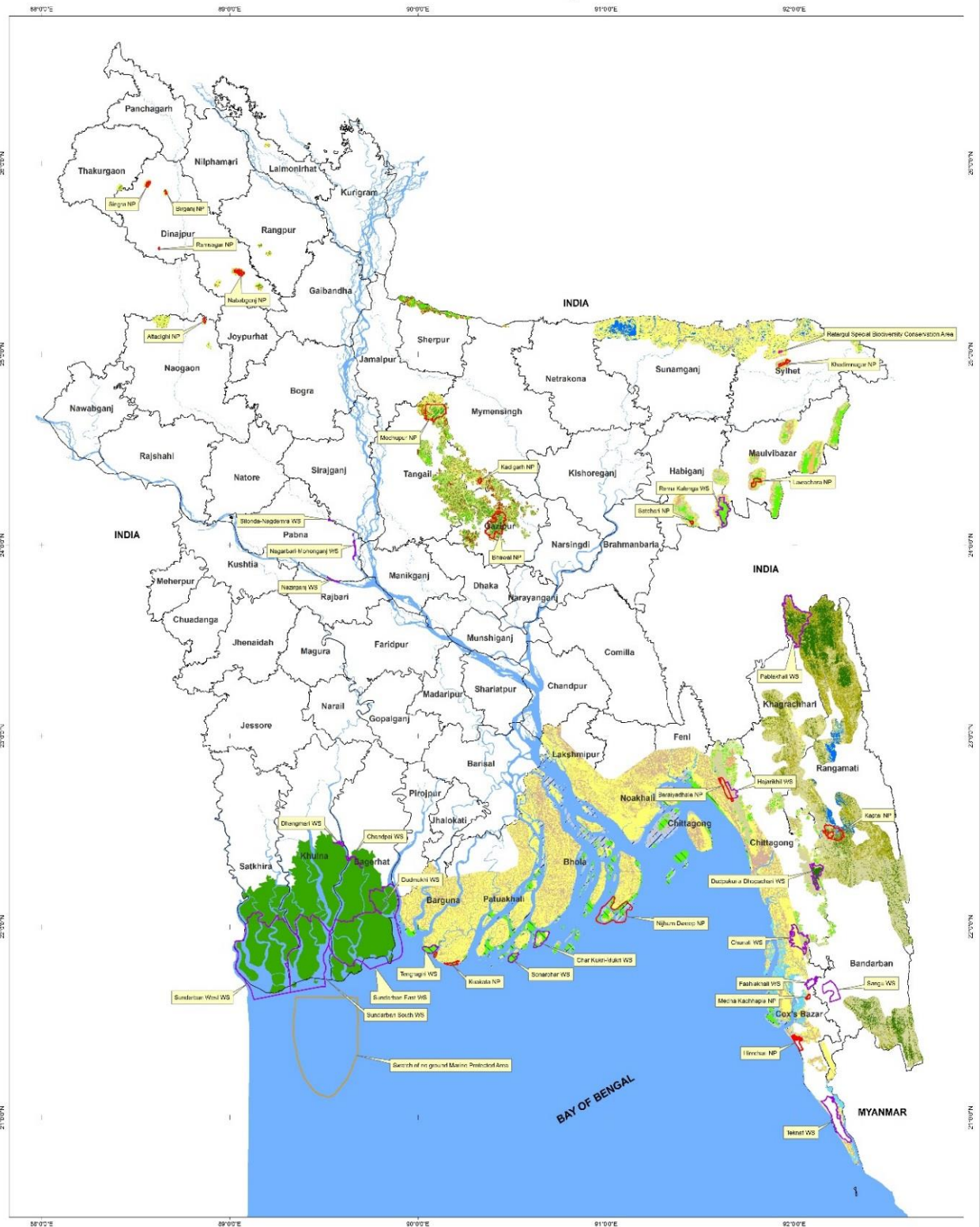
সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়ার তালিকা

নাম	অবস্থান	আয়তন(বর্গ কি:মি:)
সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া	দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর	১৭৩৮.০০



চিত্র-৬. সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া

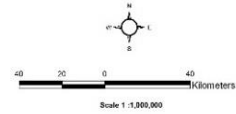
Protected Areas of Bangladesh



Legend

- | | | |
|---|------------------|--------------------------------------|
| Natural Forest (Hill) | Bamboo | Agriculture Land |
| Natural Forest (Sal) | Other Vegetation | Settlement with Homestead Vegetation |
| Natural Forest (Swamp) | Reed Land | Brick Field |
| Natural Forest (Mangrove) | Shrub and Grass | Saltpan and Fish Farm |
| Scattered Forest (Natural and Plantation) | Rubber | Sand |
| Plantation | Tea Garden | Mudflat and Moist Land |
| Plantation (Mangrove) | Bareland | River and Canal/ Waterbody |

- | |
|---|
| National Park |
| Wildlife Sanctuary |
| Marine Park |
| Ratargul Special Biodiversity Conservation Area |
| District Boundary and Name |



Prepared By:
Shamim Begum (Staff)
Senior Research Officer
R&D Unit
Forest Department
November 2017.

৮. বাংলাদেশে পরিবেশ পর্যটন (Eco-tourism in Bangladesh) :

বর্তমান বিশ্বে প্রকৃতি পর্যটন একটি বিশাল সম্ভাবনার নাম। পৃথিবীর অনেক দেশে প্রকৃতি পর্যটন তাদের দেশীয় উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা এই বাংলাদেশেও রয়েছে প্রকৃতি পর্যটনের অপার সম্ভাবনা। আদিকাল থেকে বহু বিখ্যাত পর্যটক এই প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে এদেশে ভ্রমণে এসেছিলেন। এদেশে রয়েছে অসংখ্য পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় এবং বিশাল সমুদ্র। প্রকৃতি পর্যটনে জনগণের অংশীদারিত্ব থাকে এবং জনগণ প্রকৃতি পর্যটন থেকে উপকৃত হয়। বিশ্বের দীর্ঘতম কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, মহেশখালী-সোনাদিয়া দ্বীপের ম্যানগ্রোভ বন, সেন্টমার্টিন দ্বীপ এবং টেকনাফ পর্যটকের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। সেন্টমার্টিন দ্বীপে রয়েছে সামুদ্রিক বিচিত্র রকমের কাছিমসহ কোরাল, কাঁকড়া, এবং আরো বিচিত্র প্রজাতির সামুদ্রিক জীবজন্তু। কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান এবং কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত যেখান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উপভোগ করার বিরল সুযোগ রয়েছে।

এছাড়া সোনার চরের ঝাউবন সমৃদ্ধ সমুদ্র সৈকত এবং নজরকাটা ম্যানগ্রোভ বন পর্যটকদের দৃষ্টি কাড়ে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রকৃতি পর্যটন স্থানসমূহের তালিকা নিম্নরূপ:

কেন্দ্রীয় এলাকা: ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক (গাজীপুর), বঙ্গবন্ধু সফারী পার্ক (গাজীপুর), ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন (ঢাকা), বলধা গার্ডেন (ঢাকা), মধুপুর ন্যাশনাল পার্ক (টাঙ্গাইল), মধুটিলা ইকোপার্ক (শেরপুর) ইত্যাদি।

সিলেট এলাকা: লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, মাধবকুন্ড ইকোপার্ক, বরশীজোড়া ইকোপার্ক, টিলাগড় ইকোপার্ক, খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান, জাফলং, হাকালুকী, টাঙ্গুয়ার হাওড় ইত্যাদি।

চট্টগ্রাম এলাকা: সীতাকুন্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন এন্ড ইকোপার্ক, বাঁশখালী ইকোপার্ক, বঙ্গবন্ধু সফারী পার্ক (কক্সবাজার), বারইয়াঢালা জাতীয় উদ্যান, শেখ রাসেল এ্যাভিনিউ এন্ড ইকোপার্ক, ফয়েজ লেক, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, হিমছড়ি, টেকনাফ, মহেশখালী দ্বীপের সোনাদিয়া ম্যানগ্রোভ বন, সেন্টমার্টিন দ্বীপ ইত্যাদি।

পার্বত্য এলাকা: কাপ্তাই ন্যাশনাল পার্ক, কাপ্তাই লেক, রামপাহাড়, সীতা পাহাড়, শুভলং ঝরনা, মাখিনের কুপ, আলুটিলা গুহা, বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়, সাজেক ভ্যালি, মেঘলা পর্যটন কেন্দ্র, শৈল প্রপাত ইত্যাদি।

উত্তরাঞ্চল: রামসাগর জাতীয় উদ্যান, নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান, সিংড়া জাতীয় উদ্যান, বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান, বঙ্গবন্ধু সেতু ইকোপার্ক, আলতাঙ্গী জাতীয় উদ্যান ইত্যাদি।

দক্ষিণাঞ্চল: কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান, নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান, পিরোজপুর রিভারভিউ ইকোপার্ক ইত্যাদি।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল: বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের কটকা, হিরনপয়েন্ট, দুবলারচর, কচিখালী, হাড়বাড়িয়া এবং করমজল জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ আকর্ষণীয় পর্যটন স্পট। এখানে রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রল হরিণ, লোনা পানির কুমির, ডলফিনসহ বিচিত্র রকমের জীবজন্তু।

৯. রাজস্ব আদায় (Revenue Collection) :

বন অধিদপ্তরে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২০টি খাতে মোট ১০০,৬১,২৫,০৬৩.০০ (একশত কোটি একষট্টি লক্ষ পঁচিশ হাজার তেঁষড়ি) টাকা মাত্র রাজস্ব আদায় করেছে।

বন অধিদপ্তরের এর ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সনে সর্বমোট রাজস্ব প্রাপ্তি

ক্রমিক নং	কোড নং	খাতের বিবরণ	রাজস্ব প্রাপ্তি (হাজার টাকায়)
১	১২৫১	ভূ-সম্পত্তি ইজারা	১৩,৫৯
২	১২৬১	জলমহল ও পুকুর ইজারা	৪,৩১
৩	১৯০১	জরিমানা ও দন্ড	৮৮,৮৪
৪	১৯১১	বাজেয়াপ্ত করণ	২,২৩
৫	২০৩৭	সরকারী যানবাহনের ব্যবহার	২,৪১
৬	২০৪৭	মৎস্য শিকার ফি	৩,২১,০৬

৭	২০৭১	অন্যান্য সেবা ও ফিস	৫,৬৬,২৬
৮	২১০১	ভাড়া অনাবাসিক	১৭,৫৮
৯	২১১১	ভাড়া আবাসিক	২১,৭৬
১০	২১৫১	অন্যান্য ভাড়া	৪৩,৮২
১১	২৩৪৬	কার্ট ও বনজ দ্রব্যাদি	৬৬,৩৫,২২
১২	২৩৫১	বাজেয়াস্তুকৃত দ্রব্যাদি	৮,২৩,৮৩
১৩	২৩৫৬	উদ্ভিদ, চারা ও বীজ	১,০৭,৫৮
১৪	২৩৬৬	টেন্ডার ও অন্যান্য দলিল পত্র	১,৫৯,৫২
১৫	২৩৭১	অব্যবহৃত দ্রব্যাদি স্ক্র্যাপ ইত্যাদি	০
১৬	২৩৭৬	বিবিধ অবানিজ্যিক বিক্রয়	৪,৫১,৩৫
১৭	২৬৭১	অতিরিক্ত প্রদত্ত টাকা আদায়	২২,৯৩
১৮	২৬৮১	বিবিধ রাজস্ব ও প্রাপ্তি	৭,৬৮,৪৯
১৯	২০৩১	পরীক্ষার ফ	০
২০	১৮৫৪	লাইসেন্স ফ	১০,৪৭
মোট			১০০,৬১,২৫

১০. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (Education & Training) :

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ:

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উইং এর নিয়ন্ত্রণধীন পটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে। উক্ত ইনস্টিটিউট সমূহের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের (জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত) সময়ের স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন নিম্নোক্ত পেশ করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কোর্সের মেয়াদ
১	ফরেস্ট একাডেমী, চট্টগ্রাম।	৯১ জন	১০ দিন ব্যাপী ফরেস্ট রিফ্রেশার্স কোর্স
২	ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট (এফ.এস.টি.আই), চট্টগ্রাম।	৯৬ জন(ছাত্র- ছাত্রী)	৪ বৎসর মেয়াদী ফরেস্ট্রি ডিপ্লোমা
৩	এফ.এস.টি.আই, সিলেট।	৬০ জন	২ বৎসর মেয়াদী ইন সার্ভিস ট্রেনিং
৪	এফ.এস.টি. আই, রাজশাহী।	৬০ জন	২ বৎসর মেয়াদী ইন সার্ভিস ট্রেনিং
৫	বন উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কাপ্তাই।	-	কোন প্রশিক্ষণ আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।
৬	বন অধিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।	৪৮৭ জন	বিভিন্ন মেয়াদী কোর্স
সর্বমোট		৭৭৪ জন	

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ:

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের একাত্তর (৭১) জন কর্মকর্তা/কর্মচারী বিভিন্ন বিষয়ে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১১. বন ও বনজ দ্রব্য (Forest and Forest Products) :

২০১৬-২০১৭ আর্থিক সালের প্রধান প্রধান বনজদ্রব্য আহরণের বিবরণী

ক্রঃ নং	বনজদ্রব্যের বিবরণ	সর্বমোট
১	কাঠ (ঘনফুট)	১৯,৬৭,৬১৮.৯৮
২	জ্বালানী (ঘনফুট)	১০,৮৯,৯৪১.৩১
৩	বল্লী (টি)	৩,৩২,৯০৩.০০
৪	বাঁশ (টি)	২,৪৮,৩৫,৪৫৯.০০
৫	মাছ (কেজি)	৪১,৫৭৭.২৪
৬	মধু (কেজি)	৮২,২২৪.০৫
৭	গোলপাতা (কেজি)	১,৮২,৪০০.৯৪
৮	বেত (দৈর্ঘ্য ফুট)	১১,১৮,৭৪০.০০
৯	গেওয়া (ঘনফুট)	৭,৭৪৮.৫০
১০	কয়লা (কেজি)	২৪.০০

১২. সামাজিক বনায়ন (Social Forestry) :

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বন অধিদপ্তরের সামাজিক বনায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি নম্নরূপ:

সামাজিক বনায়নকৃত এলাকার সৃষ্টি বাগানরে পরমিণ পরমিণ ৫,১০৬.০০হেক্টর ও ১৩২৪ কলিমিটার। সুবিশিভোগীর (উপকারভোগী) সংখ্যা-পুরুষ ১৪,৫২৭ জন, মহিলা ৪,৩০৮ জনসহ সর্বমোট ১৮,৮৩৫ জন। বতিরণকৃত লভ্যাংশরে পরমিণ ২৪,৫৪,২৮,৮২৯.০০ টাকা।

১৩. প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বন অধিদপ্তরের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে চলমান/সমাপ্ত প্রকল্পের বিবরণী :

বন অধিদপ্তরের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে চলমান প্রকল্পের বিবরণী

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) (জিওবি/ দাতা সংস্থা)	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)
	বিনিয়োগ প্রকল্প				
১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর (৩য় সংশোধিত) (মার্চ, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭)	৩২৫৫৮.৭৭ জিওবি	২২০১.০০	৩১২৩৯.৫৫ ৯৫.৯৫%	৯৭.৪৮%
২	শেখ রাসেল এ্যাভিনিউরী এ্যান্ড ইকো-পার্ক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম (৩য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬)	৪০০৪.৩১ জিওবি	১১৩.০০	৩৯৮০.৪০ ৯৯.৪০%	১০০%

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) (জিওবি/ দাতা সংস্থা)	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)
৩	স্ট্রেন্গেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬)	২৮৩৯৫.৬৪ IDA	৩৮২৫.০০	২২৭২৮.৩০ ৮০.০৪%	৮০.৭৮%
৪	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭)	৩৫৯১.৯৯ জিওবি	৫৬৩.০০	৩৫৭৮.৪৪ ৯২.৬২%	৯৯.৫৯%
৫	বাংলাদেশ ক্লাইমেট রেসিলিয়েন্ট পার্টিসিপেটরী এ্যাক্সেসরেস্টেশন এ্যান্ড রিফরেস্টেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত) (হইতে) (জুলাই, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬)	২৮৩৫০.০০ BCCRF	৮০০০.০০	২৫৭১৯.৩২ ৯৮.৭২%	১০০%
৬	লালমাই পাহাড় এলাকায় উদ্ভিদ উদ্যান স্থাপন (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	১৪৭৮.৯০ জিওবি	১১৯৮.০০	১১৯৬.২৪ ৮০.৮৯%	৮২.৮৭%
৭	বন বিভাগের সকল প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের সুবিধাদির উন্নয়ন (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	২১৪৯.৪৯ জিওবি	১২০৫.০০	১২৫১.৫৪৮ ৫৮.২৩%	৮২.৮৭%
৮	বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ইকো-রেস্টোরেশন (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯)	২১৭৪.৫৩ জিওবি	১৩৪২.০০	১১০৭.০৪ ৫০.৯১%	৪৯.২৬%
৯	বাংলাদেশের পাঁচটি উপকূলীয় জেলায় বনায়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	১৬৩৪.৬০ জিওবি	৬২৯.০০	৭২৬.৬৫ ৪৪.৪৫%	৪৪.৬৬%
১০	জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান এবং বলধা বাগান, ঢাকা এর সংরক্ষণ ও অধিকতর উন্নয়ন (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	৯৮০.৮৯ জিওবি	৩০.০০	২৯.৯৩ ৩.০৫%	২.৫৫%
১১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুরের এ্যাপ্রোচ সড়ক প্রশস্তকরণ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯)	৭০৩২.২২ জিওবি	১২.০০	-	-
কারিগরি প্রকল্প :					
১২	বাঘ সংরক্ষণ/বেঙ্গল টাইগার কনজারভেশন এ্যাক্টিভিটি (BAGH)	১১২৩৬.১০ USAID	২০০০.০০	৪৩৪৪.০০ ৩৮.৬৬%	৫.৬২%
১৩	জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু বাস্তুসংস্থান ও জীবিকায়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৮)	১১০১৫.৪১	১৭৮৮.০০	৪২৪৮.৮০ ৩৮.৫৭%	৮৫.৩৬%
১৪	Strengthening National Forest Inventory and Satellite Land Monitoring System in Support of REDD+ in Bangladesh (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৮)	৫০১৪.৭৩ USAID	১৩৭০.০০	১৩৭০.০০ ২৭.৫৯%	৪০.৭১%
১৫	UN REDD Bangladesh National Programme (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	১৭৯৪.৩৯ UNDP, FAO	৬৩০.০০	৭২৬.৫৯ ৪০.৪৯%	৫২.৯০%
১৬	ইন্টিগ্রেটিং কমিউনিটি বেইজড এ্যাপ্রোচেশন ইন টু এ্যাক্সেসরেস্টেশন এন্ড রিফরেস্টেশন প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০)	৪৫২০.০০ GEF	৫০০.০০	৫০০.০০ ১১.০৬%	১৬.২১%
১৭	Bangladesh Forest Investment Program Forest Investment Plan Preparation Project (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	২৭৫.৮০	১০০.০০	৪৬.২৫ ১৬.৭৭%	-
১৮	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (বন অধিদপ্তর অঙ্গ)	৩৪৯১.৩৫	৬৯৭.০০	২৫১২.৪৭৬ ৮৩.১৪%	৭৬.৮০%

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) (জিওবি/ দাতা সংস্থা)	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)
	(জানুয়ারী, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮)	GOB, IFAD, Netherlands			

বন অধিদপ্তরের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের বিবরণী

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) (জিওবি/ দাতা সংস্থা)	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)
	বিনিয়োগ প্রকল্প				
১	শেখ রাসেল এ্যাভিনিউর এ্যাভ ইকো-পার্ক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম (৩য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬)	৪০০৪.৩১ জিওবি	১১৩.০০	৩৯৮০.৪০ ৯৯.৪০%	১০০%
২	স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬)	২৮৩৯৫.৬৪ IDA	৩৮২৫.০০	২২৭২৮.৩০ ৮০.০৪%	৮০.৭৮%
৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭)	৩৫৯১.৯৯ জিওবি	৫৬৩.০০	৩৫৭৮.৪৪ ৯২.৬২%	৯৯.৫৯%
৪	বাংলাদেশ ক্লাইমেট রেসিলিয়েন্ট পার্টিসিপেটরী এ্যাফোরেস্টেশন এ্যাভ রিফরেস্টেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত) (হইতে) (জুলাই, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬)	২৮৩৫০.০০ BCCRF	৮০০০.০০	২৫৭১৯.৩২ ৯৮.৭২%	১০০%

১৪. ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা ২০১৬-২০১৭ :

সুস্থ জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর নির্মল পরিবেশ। ব্যাপকহারে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে এ পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনে বৃক্ষের অবদান অপরিমীম। আমাদের দেশের জনসংখ্যার তুলনায় বনজ সম্পদ ও বনভূমি অপ্রতুল। প্রয়োজনের তুলনায় কম বৃক্ষ থাকায় সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, নদীসমূহের নাব্যতা হ্রাস ইত্যাদি কারণে দেশে দূর্যোগের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশব্যাপী প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকল্পে বনায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪০টি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। উক্ত সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে ১৯টিতে সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল বাস্তবায়নের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইকো-ট্যুরিজম প্রসারের লক্ষ্যে সুন্দরবনের কতিপয় দর্শনীয় স্থানসহ ইকোপার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, সাফারী পার্ক এবং এভিনিউ পার্কে নির্বাচন করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদী বাজেট কার্ঠামোর আওতায় চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর হইতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে:

বন অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নকাল
১	বন সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মাটির ক্ষয়রোধ, পানি সংরক্ষণ ও পানি বিশুদ্ধকরণ এবং জলবায়ুর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা।	অবক্ষয়িত বন, জবরদখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধারসহ সকল প্রকার বনভূমিতে বৃক্ষাচ্ছদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। এ লক্ষ্যে ৭ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনাতে ২০২০ সালের মধ্যে পাহাড়ী অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য বনভূমিতে ১৪,০০০ হেক্টর ব্লক বাগান এবং ২০,০০০ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাগান সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	২০১৬ হতে ২০২০
২	উপকূলীয় এলাকায় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টিনী তৈরী করা।	উপকূলীয় এলাকায় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টিনী তৈরী করার নিমিত্ত ৭ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনাতে ২০২০ সালের মধ্যে উপকূলীয় এলাকায় ৩০,০০০ হাজার হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান এবং ১০০০ কিলোমিটার গোলপাতা সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাগান সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	২০১৬ হতে ২০২০
৩	পার্বত্য এলাকায় সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।	পার্বত্য এলাকায় সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করার নিমিত্ত ৭ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনাতে ২০২০ সালের মধ্যে পাহাড়ী এলাকায় ৫০,০০০ হেক্টর বাগান সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তার মধ্যে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া হবে।	২০১৬ হতে ২০২০
৪	স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বন ব্যবস্থাপনায় আরও বেশী সম্পৃক্ত করা।	সামাজিক বনায়নে উপকারভোগী হিসাবে এবং সংরক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণকে আরও বেশী সম্পৃক্ত করা হবে।	২০১৬ হতে ২০২০
৫	Ecosystem Services এর মূল্য নিরূপণ করা এবং Ecosystem Services এর উপর ভিত্তি করে বন ব্যবস্থাপনার কৌশল নির্ধারণ করা।	বনের Ecosystem Services এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের এক্সপার্ট এর সাথে সমন্বয়পূর্বক Ecosystem Services এর মূল্য নিরূপণ করে বন ব্যবস্থাপনার কৌশল নির্ধারণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	২০১৬ হতে ২০২০
৬	বনকে Natural Infrastructure হিসাবে বিবেচনা করা।	Ecosystem ঠিক রেখে বনের গুণগত মান উন্নয়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	২০১৬ হতে ২০২০
৭	সংরক্ষিত বন ঘোষনার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা।	আইটি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্থলভাগের ৫ শতাংশ এবং উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকার ৭ শতাংশ সংরক্ষিত এলাকার অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।	২০১৬ হতে ২০২০
৮	বনভূমির ডিজিটাল ডাটা বেইজ ও ম্যাপ প্রস্তুতসহ বনভূমির সীমা নির্ধারণ করা।	প্রস্তাবিত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বনভূমির ডাটা বেইজ ও ম্যাপ প্রস্তুতসহ বনভূমির সীমা নির্ধারণ করার কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে। সে অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।	২০১৬ হতে ২০২০

৯	বনায়ন ব্যতীত ভিন্ন কাজে বনভূমির ব্যবহার বন্ধ করা।	বনায়ন ব্যতীত ভিন্ন কাজে বনভূমির ব্যবহার বন্ধ করার নিমিত্ত বিদ্যমান বন আইনসহ বন সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার আইনের সঠিক প্রয়োগ করা হবে।	২০১৬ হতে ২০২০
---	--	--	---------------

১৫. ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বন অধিদপ্তরে উল্লেখযোগ্য অর্জন :

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) অর্জন :

সারাদেশে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ নিরূপণের জন্য বৃক্ষ ও বন জরীপের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সুন্দরবনসহ মোট ১৫টি রক্ষিত এলাকার কার্বন জরীপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর মাধ্যমে রক্ষিত এলাকাসমূহে কি পরিমাণ কার্বন মজুদ আছে তা নিরূপণ করা হয়েছে। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে ২০১৬-২০১৭ ইং সালে ১৮ হাজার ৮৩৫ জন উপকারভোগীকে ২৪ কোটি ৫৪ লক্ষ ২৮ হাজার ৮২৯ টাকা প্রদান করা হয়েছে। বনের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনার জন্য ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট পার্টিসিপেটরি এ্যাফরেস্টেশন এবং রিফরেস্টেশন প্রকল্পের আওতায় ৬,০০০ পরিবারকে ১৪০০.০০ লক্ষ টাকা বিতরণ এর মাধ্যমে বিকল্প জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপক এর আর্থিক সহায়তায় বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন প্রকল্পের আওতায় বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ সূষ্ঠ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে- ২১টি বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশে জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলপত্র (২০১৬-২০৩১) প্রণয়ন চূড়ান্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতিতে সুন্দরবনের টাইগার এস্টিমেট সম্পন্ন করা হয়েছে এবং একই পদ্ধতিতে মনিটরিং কার্যক্রম বিদ্যমান আছে। এর পাশাপাশি কুমির এবং হাতীর সংখ্যা গণনা করা হয়েছে। বাঘ, কুমির, হাতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ মাস্টার প্ল্যান (২০১৫-২০৩৫) প্রণয়ন করা সহ সংরক্ষিত এলাকার ১২টি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী পাচাররোধে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্ক দেশসমূহের নিয়ে গঠিত South Asia Wildlife Enforcement Network (SAWEN) Statute বাংলাদেশ অনুমোদন করেছে এবং এ সংক্রান্ত তৃতীয় সভা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।